পত্রাষ্টক কাব্য।

শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী-ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

" Love rules the Court, the camp the grave,
And men below and Saints above
For Love is heaven and heaven is Love."
(Sir W. Scott.)

চিত্তরঞ্জিনী সাহিত্য সভার আদেশে, দেমুড় দবিজ বান্ধব
পুস্তকালয় হইতে শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ৩৯নং বাটীতে
হিতৈষী যন্ত্রে
শ্রীব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
সন ১২৯২ সাল।

অশেষ গুণালঙ্কৃত,

স্বদেশবৎসল, পরম বিদ্যোৎসাহী, কুসুম গ্রাম নিবাসী ভুস্বামী শ্রীলশ্রীযুক্ত মুন্সী মহম্মদ এব্রাহিম সাহেব মহোদয় করকমলেষু।

—০:●:০—

মহাশয়!

এই খণ্ড কাব্য খানি প্রায় দশ বৎসর রচিত হইয়া অপ্রকাশিতাবস্থায় ছিল, অবশেষে ইহার মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ সহানুভূতি দানে আমায় বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন! আপনার বিদ্যোৎসাহীতা ও উদারতায় একান্ত মোহিত হইয়া, কৃতজ্ঞতার অভিজ্ঞান স্বরূপ এই গ্রন্থ খানি আপনার কর কমলে উপহার প্রদান করিলাম। আপনি কৃপাদৃষ্টি পাতে চরিতার্থ করিবেন।

দেমুড় গ্রাম
১৯শে শ্রাবণ
সন ১২৯২ সাল

একান্ত অনুগত
শ্রীঅম্বিকাচরণ শর্ম্মা।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
Tittle	Motto	camp	camp,
,,	,,	above	above ;
১	১	মথূরায়	মথুরায়
১	৮	স্থানে	স্থানে।
২	৮	প্রেম,	প্রেম
,,	১৬	রাখালরাজবল	রাখালরাজ ! বল,
৪	১৪	ধরা	ধড়া
৫	১	বৃকভানু	বৃষভানু
,,	১২	ভরে	ভরে,
৬	৭	বাস রচি	বাসুর রচি
,,	২১	কংশ রাজদাসী	কংশরাজ দাসী
,,	২২	সতত	সতত,
৭	৮	বলিয়া ; ! !	বলিয়া,
,,	১১	কুঞ্জ। সহ-বাস	কুঞ্জ। সহ সহবাস
,,	২০	রাণী	রাণী,
,,	,,	কপাল	কপাল !
৮	৫	তোমার	তোমারি
৯	৬	তোমার	তোমার,
৯	১	মন দিয়া	মন দিয়া,
,,	৩	করি নাই	করি নাই,
৯	১২	তেয়াগিতে	তেয়াগিতে,
,,	১৩	যতনে	যতনে,
১০	১৫	মিলাইয়া	মিলাইয়া,
১১	৫	যা,	যা
,,	৭	সংসারস-সলিলে	সংসার-সলিলে

১৪ ... ... ৬ ... ... শাশুড়ী ... ... শাশুড়ী,
„ ... ... ১৫ ... ... সে, পদ ... ... সে পদ
১৫ ... ... ৭ ... ... সম্বল ... ... সম্বল,
„ ... ... ৯ ... ... কারণ... ... ... কারণ,
„ ... ... ১৩ ... ... আশ্রয়। ... ... আশ্রয়,
১৬ ... ... ৭ ... ... মোর ... ... মোর,
„ ... ... ১১ ... ... রাজাজ্ঞা, ... রাজাজ্ঞা
„ ... ... ১৫ ... ... নাথ ... ... নাথ।
„ ... ... ১৬ ... ... বনচর... ... ... বনচর,
১৭ ... ... ১ ... ... আমায় ... ... আমায়,
„ ... ... ২ ... ... সৌরভে ... ... সৌরভে,
„ ... ... ১১ ... ... "কি ... ... কি
„ ... ... ১১ ... ... বিলাপিনী। ... ... বিলাপিনি।
„ ... ... ১৪ ... ... না হয়, ... না হয়.
„ ... ... ১৭ ... ... হয়ে ... ... হয়ে,
২০ ... ... ৮ ... ... দিল, ... দিল
„ ... ... „ ... ... হতবলা, ... হতবলা
২১ ... ... ১৩ ... ... শান্তনিতে ... ... সান্তনিত
„ ... ... ১৭ ... ... ধরাসন ... ... ধরাসন।
২৪ ... ... ২২ ... ... কানন বাসিনী ... কানন নিবাসী
৪০ ... ... ১১ ... ... কমুণ্ডলু ... ... কমণ্ডলু
„ ... ... ২১ ... ... বার্দ্ধকে ... ... বার্দ্ধক্যে
৪১ ... ... ৭ ... ... বিরোধির ... ... বিরোধীর
„ ... ... ৮ ... ... একধারে ... ... একাধারে
৪৩ ... ... ৯ ... ... জ্ঞানতর ... ... জ্ঞানতর।
„ ... ... „ ... ... হ'ল ... ... হ'লে
৪৫ ... ... ১৩ ... ... হয় ... ... হয়

পত্রাষ্টক কাব্য।

(প্রথম পত্র)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধা।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন পূর্ব্বক কংশ রাজাকে ধ্বংশ করিয়া মথুরায় রাজা হয়েন এবং কুব্জার কুরূপ ঘুচাইয়া সুরূপ প্রদানান্তর তাঁহাকে রাজমহিষী করেন। শ্রীমতী লোক মুখে সংবাদ শ্রবণ করিয়া বৃন্দা দূতী সহ শ্রীকৃষ্ণ সমীপে এই পত্র খানি প্রেরণ করিয়া ছিলেন।

কি বলি লিখিবে পত্র গোকুলবাসিনী—
গোপকন্যা ; মথুরায় নবরাজ স্থানে
একেত অবলা নারী, তা'তে গোপবালা,
না জানে সে শিষ্টাচার, না জানে কেমনে
হায়! হয় সম্বোধিতে রাজরাজেশ্বরে।
কেমনে মনের কথা কহিবে তাঁহারে
দরিদ্র রমণী হ'য়ে ; পারে কি সহসা
বলিতে মনের কথা মন প্রাণ খুলি
বিদেশী রাজার কাছে ?— নূতন তাহাতে —
নূতন রাজার অন্ত পায় সাধ্য কার ?

মথুরার রাজনীতি নাহি জানি শুনি,
কি জানি অজ্ঞতা হেতু লিখে যদি দাসী
মন্দ কথা, ভ্রান্ত মনে, ক্ষমিও স্বগুণে,
যে হেতু গুণের সিন্ধু বিদিত জগতে।
লিখিতে এ গুপ্ত লিপি কাঁপে কায় ভয়ে,
যদি বা জানিতে পারে কুটিলা, কুটিলা
ননদী আমার, সদা রত যে আমার
তব সহ গুপ্ত প্রেম, কহিতে আয়ানে।
যা হো'ক ডুবেছি যবে তব প্রেমহ্রদে
মন সাধ মিটাইব যা থাকে কপালে।

আর কি পড়েছে মনে ?—বৃন্দাবন ধামে !
আর কি পড়েছে মনে ?—রাখাল মণ্ডলী !
আর কি পড়েছে মনে ?—ব্রজ গোপী গণে !
আর কি পড়েছে মনে ?—মোহন বাঁশরী !
আর কি পড়েছে মনে ?—পিতা নন্দে, মাতা
যশোদারে ! বলহে রাখাল রাজ ! বল
বাঞ্ছা শুনিবারে ; আছে কিনা আছে মনে
এ গোকুল ধামে, যথা কাটাইলে নাথ !
বাল্যকাল, ভুলাইয়া গোপকুল নানা
খেলা ছলে। যে গোকুলে সম্বোধিতে তুমি,
নিত্য, "গুপ্ত গোলক" বলিয়া, দেখ আসি
এবে, সেই বৃন্দাবন হইয়াছে বন,—

কণ্টকিত হায়! সেই মধু বৃন্দাবন!
আর না কুহরে পিক মধুর পঞ্চমে!
গুণ গুণ করি অলি করে না-ক গান!!
নীরদ সদৃশ দে'খে নীরদ-বরণ!
নাচিত শিখিনী সুখে,—দুখিনী সে এবে!
ছাড়িয়াছে সুখনৃত্য হারায়ে তোমারে।
অলসে নিবাসে বাসে স্পন্দ হীন যেন!
অভয়ে শম্বরগণ তার সম্মুখে বিহরে!
শারী শুক চলি গেছে, চরে না গোপাল,—
মথুরার পানে চেয়ে থাকে ঊর্দ্ধমুখে,—
সম্মুখে তরুণ তৃণ করি অবহেলা!!
মধুর বসন্ত নাহি করে আগমন
সাজাইতে বৃন্দারণ্য বিবিধ ভূষণে!
তরুরাজী নাহি সাজে নবীন পল্লবে!
প্রসূন ফুটিয়া আর বিতরে না ঘ্রাণ,
দুরন্ত হেমন্তে যেন সতত পীড়িত!!
সেই সব আছে কিন্তু শ্রীবিহীন এবে!—
দেখ আসি কালাচাঁদ তোমার বিহনে।
যে গাছের পত্র* ল'য়ে পুট নির্ম্মাইয়া
খাইতে মাখন, ক্ষীর, সর, নবনীত;
সে গাছের পত্রকুল পুট রূপ ধ'রে
রয়েছে এখন হরি যোগাতে তোমায়!

---

*এই সকল বৃক্ষের পত্র, ফল ও মঞ্জরীর স্বাভাবিক আকার ঐ প্রকার

তব প্রিয় খাদ্য যত, কিন্তু বল নাথ !
কে লয় আদর করে আর সেই পুটে ?
যে গাছের ফল ল'য়ে নূপুর গঠিয়া
পরিতে চরণে তুমি, সে গাছের ফল
তব পদে উঠিবারে মনের উল্লাসে
মঞ্জীর আকার ধ'রে আছয়ে এখনো !—
যাহার মঞ্জরী ল'য়ে কুণ্ডল করিয়া
দোলাইতে কর্ণে তুমি, সে সব মঞ্জরী
কুণ্ডল আকার ধ'রে দুলিছে বৃক্ষেতে
তব কর্ণে দুলিবার অনুরাগে মাতি ;—
কিন্তু নাথ ! একমাত্র তুমি বিনে হায় ,—
সকলেতে ম্রিয়মাণ ! অনাদৃত হয়ে ।
আর কি পড়েছে মনে ?—যমুনার তটে
শিরে চূড়া, ধরা পরা, বদনে মুরলী,—
রাখাল মণ্ডলী সহ কদম্বের তলে
রাখালের রাজা সেজে গোচারণ ছলে
ভুলাতে রমণী-মন বঙ্কিম নয়নে !!
মুগ্ধ চন্দ্র মুখী যত অবলার কুল
পড়িত প্রণয়-ফাঁদে,—হায়রে যেমতি
তন্তুকীট বদ্ধ হয় আপন বন্ধনে !
অথবা কুরঙ্গী যথা ব্যাধ-বংশী-স্বরে ।
আর কি বলিবে দাসী ;—অষ্ট সখীসহ

বৃকভানু সুতা রাধা, নবীন যৌবনে
পূজিল যতনে যবে নানা উপচারে,
কভু রচি রাস চক্র, কভু মা বাসর।
আর আর কার্য্য যত, রস-সিন্ধু তুমি
ভাবিয়া দেখহে মনে পড়ে কি না পড়ে।
ভুলিলে কেশব কিহে সে সব এখন ?
সাজিয়ে রমণী, মোরে পুরুষ সাজায়ে,
সোহাগ করিতে কত বাখানিয়া মোরে।
পরাইয়া পীতধড়া, যত্নে চূড়া খুলি'
শিখিপুচ্ছ পাখা দিয়া কবরী উপরে
বলিতে,—"যে পাখা রাধে পায়েতে তোমার
পড়েছিল একদিন মানভঙ্গ তরে
সে পাখা উঠেছে মাথে দেখ বিনোদিনি!—
মুকুর ধরিয়া কিম্বা সরসীর জলে।
রাধা মাথে রাধা নাম কত মনোহর
রাধা বিনোদিয়া বিনা জানে কোন জন।"
বংশের কঠিন বাঁশী ভাবিয়া অন্তরে
কমল মৃণাল তুলি রন্ধ্র কাটি' তা'য়,
সমর্পিয়া করে মোর বলিতে চতুর !
"ত্রিভঙ্গ হইয়ে, রাধে ! বামেতে হেলিয়া
দাঁড়াও ! তোমার বামে পরি' নীল শাড়ী
দাঁড়াই কিশোরী আমি রমণী হইয়া।

অদ্য হ'তে 'কৃষ্ণ রাধা' না বলিয়া কেহ
বলিবেক 'রাধা কৃষ্ণ' তব মান্য তরে" ॥
আবার বলিতে তুমি হাসি হাসি মুখে,
রাধা তুমি আধা মোর তোমা ছাড়া নই ॥
সে সব চাতুরী মাত্র বুঝিনু এখন,
কোথা তব "আধা রাধা" কোথা "চন্দ্রাবলী"
প্রত্যহ বাস রচি' কমলের দলে
জাগিয়া পোহা'ত নিশি চাহি তব পথ পানে !
ভুলেছ সে সব কিহে পেয়ে কুবজায় ?
পে'য়েছ নূতন রাজ্য, পে'য়েছ নূতন
ভার্য্যা, নব-প্রজাপুঞ্জ নব-দণ্ড-ধরে
পুজে এবে ;—ধ'রেছ নূতন ভাব হরি !!—
কেন বা পড়িবে মনে আর বৃন্দাবন ?
রাজার কলঙ্ক হয়—রাখাল গোপাল
সহ বন বিহারেতে ; কি কাজ সে সব
কথা কহিয়া এখন। কুবজা কংশের
দাসী সুরূপসী হইয়াছে, কালশশী !
তোমার মিলনে, নীল-কান্ত-মণি কিহে
জড়িত হ'য়েছে এবে লৌহের সহিত ?
শুনিতে কৌতুক বড় কৌস্তুভের স্থানে
রাকি ! শোভা পায় কুব্জা কংশ রাজদাসী ?
কুবজা বুঝায় মন্দ তোমায় সতত

তা না হ'লে ভুলিতে কি কভু প্রভু, তুমি
কালিন্দীর কূলে যত খেলা খেলিয়াছ!
হরি বাস পীত-বাস উঠিতে তরুতে—
বাস হারা হয়ে মোরা নামিতাম জলে
লুকাতে বিবস্ত্র তনু; অম্বু অম্বরেতে
সম্বরণ করি লাজ, সাধিতাম কত!
সে সাধনা না শুনিয়া মন সাধে বসি
বাজাতে মোহন বাঁশী যে "রাধা" বলিয়া;
সে রাধা কাঁদিছে এবে দিবস রজনী
তোমার বিহনে হরি!— পুড়ি মনাগুণে॥
শুনিয়াছি লোক মুখে, লোকনাথ, তব
কুবজার রূপের গৌরব; মরি হরি
লাজে! শুনি কুব্জা সহ-বাস তব!!
মিলিয়াছে সমানে সমান, তুমি বঙ্ক,
নূতন প্রেয়সী তব কুবজাও তাই!—
সম সাজে সাজিয়াছ ভাল দুই জনে।
শুনিয়াছি কিম্বদন্তি কুরূপ ঘুচায়ে
দিয়াছ সুরূপ তারে—বার্দ্ধক্যে যৌবন!
কেমনে ঘুচালে কুজ, ইচ্ছা শুনিবারে!!
ছিল দাসী, হ'ল রাণী ধন্যরে কপাল
দাসী-রাণী, রাণী দাসী বিধাতার লিপি!!
তব শোকে কাঁদে নন্দ, মাতা যশোমতী

ক্ষীর, স্বর, ননী ল'য়ে, অঞ্চলে বাঁধিয়া
"আয়রে গোপাল" বলি ডাকে অবিরাম।
শ্রীদাম, সুবল আর যতেক রাখাল
গোপাল লইয়া আর যায় না গোষ্ঠেতে,
তোমার শোকেতে সব উদ্যম বিহীন।
আর এক নিবেদন করিছে তোমায়
পুনঃ যদি রুষে ইন্দ্র গোকুল নাশিতে
দম্ভোলি ধরিয়া করে গর্জ্জি ভীম নাদে
পবন সহায় করি বর্ষে কাল বারি,
কে আর রক্ষিবে নাথ! গোবর্দ্ধন ধরি?—
অসহায় গোপকুল, এবে তোমা বিনে।
মোহন মুরলী বিনে চরে না গোপাল,—
জানত রাখাল রাজ?— কি বলিব আর;—
এক দিন তব মাতা যে'তে গোচারণে
দেয়নি তোমারে নাথ! ঊর্দ্ধমুখে ছিল
যতেক গোধন, শুনি তাই নন্দ রাজ
পাঠায় তোমারে! এবে গেলে ব্রজনাথ!
ত্যজিয়া সবায়, হায়! এমনি পাষাণ—
মন বটে তব, কৃষ্ণ! তা, না হ'লে দিয়ে
মাথে, কলঙ্কের ডালি, যে'তে কি চলিয়া?
থাকে যদি ধর্ম্ম আজো অবনী মাঝারে
স্বকর্ম্মের পরিণাম অবশ্য ভুঞ্জিবে।

বলি পুনঃ বনমালি, শুন মন দিয়া
দাস খত দিয়াছিলে, ছিলে যবে হেথা ;
সে খত নিকটে আছে নষ্ট করি নাই
অষ্ট সখী সাক্ষী তার, রয়েছিএখনো
তব আশা পথ চেয়ে ! যদ্যপি নিতান্ত
তুমি নাহি এস হেথা তাহ'লে করিব
আমি অভিযোগ আশু। খত দায় হবে
বিষম বিভ্রাট তব, কুবজা পড়িবে
ফাঁদে। মোর গিয়াছে সম্ভ্রম, আর কারে
ভয় ? তুই কুল চাও যদি রাখিবারে
তুমি, পত্র পাঠ মাত্র আসিও হেথায়।
যদি না কুব্জার মায়া পার তেয়াগিতে
আনিও তাহারে সঙ্গে, রাখিব যতনে
রতনে যেমতি হায়, আদরে মানব !
গোকুল প্রবীণা সহ দিব মিলাইয়া
কুটিলা হইবে সখী, গঙ্গাজল তার
হইবে বড়াই, সত্য কথা মিথ্যা নয়
করিলাম অঙ্গীকার ; না পারি মিলাতে
যদি এ সবার সহ, ক্রোধ করি যেও
চলে কুবজায় লয়ে, যথা বাঞ্ছা তব,
জনম সফল হবে কুবজায় দেখে !!
কালিন্দীর কূলে বসি কদম্বের পাতে,

লিখিনু লেখন হরি, বক্ষের শোণিতে
তুলিনু যক্ষের ধন, বিদারি ধরণী !!
চলিল এ লিপি লয়ে বৃন্দাসখী মোর,
ভেটিতে চরণ তব বহুদিন পরে।
দেখো যেন হতমান ক'রনা সখীরে,
বিনা অপরাধী জনে, মম অপরাধে।
আরো কিছু কহিলাম সখীর নিকটে—
মধুরভাষিণী সখী বাচনিক কবে,
মন দিয়া শুন যদি কুবজা-বিলাসি!

(ইতি শ্রীরাধা-পত্র সমাপ্ত)

(দ্বিতীয় পত্র ।)

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি সীতা ।

রামাজ্ঞায়, মহর্ষি বাল্মিকির তপোবনে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সীতা দেবী নির্ব্বাসিতা হইয়া, নিম্নলিখিত পত্রিকা খানি অযোধ্যায় রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন ।

শোকাকুলা উন্মাদিনী-জনক-নন্দিনী,
প্রণমে রাজীব-পদে, রবি-কুল-রবি !
কি বলিবে, কি লিখিবে, নহে স্থিরা মতি,—
পাগলের মনোভাব কবে স্থির তর ?
যা, উঠে' মানসে তা'র কহে সে ভারতী ।
ভাঙ্গিয়াছে শোক-ঝড়ে হৃদয়-মৃণাল—
রবি কুল-রবি মোর,—সংসারস-সলিলে—
সে মৃণাল বিনে কিহে মানস-কমল
উত্তাল তরঙ্গ রঙ্গে রহে কভু স্থির ?
ক্ষম নাথ ! শোকে ক্ষোভে পাগলিনী আমি,
সহজে দুর্ব্বলা তাহে বিধির বিধানে !
আঁধার বিপিনে এবে ভ্রমি একাকিনী
তামসীর আগমনে—চক্রবাকী যেন !
কিন্তু নাথ ! পায় সে প্রাণেশে ত্রিযামার
অবসানে, পোহাবে কি কভু অভাগীর
এ ঘোর বিরহ নিশা ? হায় আশা-উষা

আর কি দেখাবে তব চরণ তপনে!
হায় নাথ! এ জীবনে যদি কোন দিন
নিষ্কলঙ্ক রবি কুলে কলঙ্ক অর্পিয়া—
চির অভাগিনী সম আসিতাম হেথা—
সহিতাম পরিতাপ—ফেলিতাম ছিঁড়ি
ঘৃণিত জীবন রত্ন, পাপ-চিন্তা স্রোতে
ভাসিতে হতনা পুনঃ সংসারসাগরে।
কিন্তু হায়!—নাহি জানি কোন্ অপরাধে
পতি সোহাগের হার পড়িল ছিঁড়িয়া
সহসা বিধির কোপে? অথবা অধিক
নিঠুর শত্রুর রোষ পশিল হৃদয়ে
সহস্র কুঠার ঘাতে করিতে বিদার!
রবি-কুল দীপ তুমি সতীর রক্ষণ—
কার অভিশাপ ভয়ে কিম্বা অনুরোধে,
বনবাসে পাঠাইলে অসহায়া সীতা।
পঞ্চবটী দুরবনে হিংস্র জন্তু মাঝে
সতত ছায়ার সম সঙ্গিনী সীতায়
রক্ষিতে রাক্ষস-রক্তে রঞ্জিলে কৃপাণ!
লঙ্কার কলঙ্ক নাশি আনিলে স্বপুরে,
কিন্তু আজি কে রক্ষিবে না ভাবিলে মনে,
শ্রীরাম জীবিতা সীতা কাঁদিছে বিপিনে!
দেহ নাথ! পদাশ্রয় ক্ষম অপরাধ।

কহ মোরে হে নৃমণি ! নৃমণি হইয়া
করিলে হে নির্ব্বাসিতা, কোন্ বিধি মতে,
কোন্ অপরাধে, দোষ কিবা মোর, হায় !
না কহি আমারে ! আহা, রহিল মানসে
এ বড় আক্ষেপ মোর ! রঘুচূড়ামণে !
হয়েছে কি সন্দেহ আমারে——বিজ্ঞতম,
না জানি সন্দেহ চিহ্ন কোথায় আমার,
দেখেছ কি কভু হায় ! দেখেছ কি কভু,
বলিতে বিদরে হিয়া——ও চন্দ্রবদন
বিনা, এজনমে কভু দেখিতে অপর
পোড়ামুখ, কিম্বা মোর এ পোড়া বদন
দেখাতে অপরে ? রবি-কুল-রবি যিনি
লঙ্কাপতি-দশানন-জীবন ঘাতক,
সীতার জীবন মন বাঁধা যাঁ'র পদে
চিরদিন, তিনি ভিন্ন অন্যে দেখে নাই
সীতার আনন ! ভাগ্য দোষে দাসী তব
চির ভাগ্য হীনা, হায় ! জনম দুখিনী ;
জন্মি' ধরা-গর্ভে (মরি আজন্ম অনাথা)
পরস্নেহে, পর গৃহে, পরের অন্নেতে
বর্দ্ধিত এ পোড়া দেহ ; হায় ! অভাগিনী
জন্মে দেখে নাই কভু জননী বদন,
জনক আনন কিম্বা, জনক জননী—

স্নেহ লভে নাই জন্মে বিধির বিধানে,
যদিও অশ্রুত পূর্ব্ব এ কাহিনী নাথ!
কিন্তু নহে জনম দুখিনী সীতা পক্ষে ;—
জনক, জনক রূপে পালিয়া আমায়
ধনুঃ ভঙ্গ পণে নাথ অর্পিলা তোমায়।
ভাগ্য বলে পেয়েছিনু কৌশল্যা শাশুড়ী
জননী অধিক স্নেহে পালিতেন সদা ;—
কিন্তু তবু বিধাতার লীলা চমৎকার,
ভাগ্যে যা' ঘটিল সব জান রঘুনাথ—
বনযাত্রা, লঙ্কা-নাশ—সীতা নির্ব্বাসন !!!
যদি কান্ত ! একান্ত একান্তা প্রতি নাহি
ছিল মন, দাসী করে রাখিলে সুখিনী
এচির কিঙ্করী তব হইত সতত,
দেখিয়া রাজীব-পদ সে যার প্রয়াসী ;
যদিও বঞ্চিত হ'ত সে, পদ সেবনে।
কহ কান্ত ! কোন্ মন্ত্রী কহিল তোমায়
এ মন্ত্রণা, মহর্ষি বশিষ্ঠ কি সুমন্ত্র
সু-মন্ত্রণা দাতা, দিলা এরূপ মন্ত্রণা,
দূর্ব্বলা অবলা প্রাণে দিতে এ যন্ত্রণা,
কিম্বা নিজ ইচ্ছা ক্রমে বনে দিলে মোরে।
ইচ্ছা কেহে পুনঃ দার গ্রহণে রাঘব ?
কহ তা ভাঙ্গিয়া এবে দাসীরে নৃপতে!

শুনিতে বাসনা মোর হতেছে প্রবল,
যথা অর্দ্ধশ্রুত কথা শুনিতে ব্যাকুল
হয় লোক। নিবার দাসীর তৃষ্ণা নাথ!
কহি' সে সকল কথা মোরে শীঘ্রতর।
একবার লঙ্কাধামে তোমার বিরহে,
তব নাম সুধাপানে পূর্ব্বে বাঁচিয়াছি,
আবার সে নাম সুধা হয়েছে সম্বল
তাই বুঝি সুধাপানে হয়েছি অমর।
আরো এক বাঁচিবার হয়েছে কারণ
বিনয়ে নিবেদি তাহা রাজীব-চরণে ;—
রাম রাজা হয়েছেন এবে ভব ধামে
সুখময় রাম রাজ্যে সুখী সমুদয়,
হেরি যত দুখচয়, না পেয়ে আশ্রয়।
অনাথ হইয়া তারা ভ্রমিতে ভ্রমিতে
আসিয়া কান্তারে, হেরি শোকাকুলা মোরে,
নিবেদিলা দুঃখচয় কৃতাঞ্জলি করি,
"জগতে যেখানে যাই সেই খানে হেরি
রাম রাজ্যে সুখী সবে, কেহ নহে দুখী ;—
বল মা কেমনে তবে, কোথা যাই মোরা,
তুমি যদি কৃপা করি দেহ গো আশ্রয়,
তবেত থাকিতে পারি এভব মাঝারে ;
নতুবা দুখের নাম যায় ভব হ'তে।"

তথাপি ক্ষত্রিয় পুত্র,—রাজপুত্র হায়
দুখিনী সীতার গর্ভে, অন্ধতম তমে
নিমগ্ন খনির গর্ভে অয়স্কান্ত সম।
সুকুমার রাজসুত সে কভু কুটীরে,
হিংস্রক শার্দ্দূল পূর্ণ গহন কান্তারে
না বাঁচিবে একদিন, তাই শেষ আশা—
শেষ ভিক্ষা প্রাণনাথ রাখিও যতনে
দুখিনীর শেষধন, খুঁজিও বিপীনে,
দীনপ্রজা তব হায়! মরণ সময়ে
রাজধন (রাজপুত্র) সমর্পি তোমায়
অন্তিমে ও পদ স্মরি ত্যজিবে জীবন।

(ইতি সীতা পত্রিকা সমাপ্তঃ)

(তৃতীয় পত্র।)

ভরতের প্রতি কৈকেয়ী।

শ্রীরাম চন্দ্র বন গমন করিলে পর কৈকেয়ী রাণী, কেকয় রাজ্যে ভরত সমীপে, গুপ্ত চর সহ নিম্ন লিখিত পত্র খানি প্রেরণ করিয়াছিলেন। দূত পদব্রজে গমন করায়, রথারোহী বশিষ্ঠের দূত পশ্চাতে গমন করিয়াও রাণীর দূতের অনেক পূর্ব্বেই ভরত সমীপে উপস্থিত হইয়াছিল। ভরত বশিষ্ঠের আজ্ঞা শিরধার্য্য করিয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং অযোধ্যার অনতিদূরে এক পান্থ নিবাসে রাণীর দূত সহ সাক্ষাৎ হয়, তথায় রথবেগ সম্বরণ করিয়া, পত্র-গ্রহণান্তর পুনর্ব্বার রথ চালনে আদেশ দিয়া পত্র মোচন করেন। পত্র পাঠ সমাধা হইতে না হইতেই রথ আসিয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছিল।

কি ক'ব সুখের কথা বাছনি ভরত,
আনন্দে না আ'সে মুখে গদ গদ বাণী—
আনন্দে লেখনী মোর নাচিছে করেতে
পাঠাতে এবার্ত্তা বাছা তোমার সদনে।
বহু দিন গত হল তোমরা দুজন,
গিয়াছ কেকয়-রাজ্যে, আঁধার করিয়া
সোণার অযোধ্যা মোর, না পেয়ে সম্বাদ
বাছা আছি মন দুখে, পারে কি সহিতে

পুত্রের বিচ্ছেদ মাতা, পরাণ ধরিয়া ?
বল বাপ এ তাপ সহিব কত আর,
আসি' ত্বরা জুড়া মোর তাপিত পরাণ।
গত কল্য মহারাজ জ্যেষ্ঠ পুত্র রামে
যৌব-রাজ্যে অভিষেকি, উদ্যত তাহায়
রাজ-দণ্ড দিতে। বাছা ! বড় হিতৈষিণী
দাসী মোর মন্থরা, আসিয়া হেন কালে
দিল, যুক্তি কয়ে, যার বলে হত বলা,
কৌশল্যা সতিনী, হ'ল জনক নন্দিনী,—
গর্ব্ব খর্ব্ব ; থাকিতে মাণ্ডবী-বধু, হবে
ধরার দুহিতা রাণী, এ পোড়া চখের
শূল !!! পত্র দিয়া মহারাজে আহ্বানিয়া
নিজ অবরোধে, বৎস ! কৌশলে যাচিনু
মন্থরার মন্ত্রণায়, পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত
বর দ্বয় ; এক বরে তব রাজ্য লাভ,
অন্য বরে রাঘবেরে দিতে বনবাস।
মন্ত্রবলে বদ্ধ যথা হয় বিষহরি,
অথবা কুরঙ্গ যথা ব্যাধ বংশী রবে,
মহারাজ মম বাক্যে তেমতি হইয়া
দিয়াছেন রামে বনে, হয়েছে তোমার
রাজ্য, চৌদ্দবর্ষ জন্য রাম গিয়াছেন
বন ; সিংহ ব্যাঘ্র নানা জন্তু ভয়ঙ্কর,—

যত বনচারী, নর-রক্ত লোভে তারা
ভক্ষণ করিবে রামে লক্ষ্মণ সীতায়,
আর না আসিবে বৈরী ফিরিয়া হেথায় ;
কৌশলে কৌশল্যা সুত হইবে নিধন !
নিষ্কণ্টক রাজ্য তব হবে বাছাধন !
আইস ত্বরায় বৎস শূন্য সিংহাসন,
আছে পড়ি' তব হেতু। রাজা শূন্য রাজ্যে,
বাছা বিঘ্ন ঘটে নানা, শত্রু উঠে নাচি',—
আইস, অযোধ্যাবাসী পূজিবে তোমারে,
যুবরাজ বলি', নানাবিধ উপচারে,—
বসুধা যেমতি পূজে ঋতু-কুল-বরে,
কিম্বা নদীকুল যথা পূজে জলেশ্বরে।

মহারাজ গিয়াছেন শান্ত্বনিতে আজ
পুত্র শোকে উন্মাদিনী কৌশল্যা রাণীরে,—
কাঁদিছে কৌশল্যা রাণী "হা রাম" বলিয়া,
করাঘাত করিতেছে বক্ষ ললাটেতে ;
বহিছে রুধির ধারা তিতি' ধরাসন
সপত্নীর আঁখি-নীর করি দরশন
কার না আনন্দ হয় বল বাছাধন ?

তব স্থানে পুরস্কার পাইবার আশে,
আশা-পথ চেয়ে আছে মন্থরা আমার,
গিরি-ব্রজ-পুরে বাছা, ভাল যাহা পাবে

যতনে আনিও তাহা দিতে মন্থরায়,
রতনের হার আমি, দিয়াছিনু তায়, —
কহিল মন্থরা মোরে, —“কি ছার রতন
হার ভরতের কাছে, ভরতের রাজ্য
লাভ, রত্ন হার রূপে সর্ব্বদা শোভিবে
রাণী মোর কণ্ঠ দেশে। আশু প্রের দূত
নন্দীগ্রাম হ’তে বৎসে আনিতে হেথায়।
দেখি রাজাসনে আহা! মাণ্ডবী বধুর
সহ, যুড়াইব কায় মন”। তাই বাছা
এ মঙ্গল বার্ত্তাসহ প্রেরিলাম দূত
গুপ্তভাবে, কেহ নাহি জানে। বাত-বেগী
অশ্ব যুড়ি’ স্যন্দনেতে, পত্রপাঠ মাত্র
আসিবে হেথায় তুমি, এই দূত সহ।

(ইতি কৈকেয়ী পত্রিকা সমাপ্তঃ।)

চতুর্থ পত্র

অর্জ্জুনের প্রতি সুভদ্রা।

—:❀:—

যৎকালে সুভদ্রার বিবাহের কথা উত্থাপিত হয়, তখন বলরাম রাজা দুর্য্যোধনকে সুভদ্রায় সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, সুভদ্রা ভীতা হইয়া নিম্ন লিখিত পত্রিকা খানি বীরবর তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শুনিয়াছি কৃষ্ণ মুখে নর-নারায়ণ
তুমি পার্থ মহাবীর!—অবতীর্ণ ভবে
নাশিতে ধরার ভার বধি' দুষ্টগণে।
কিন্তু হায়! কি বলিয়া সম্বোধিবে দাসী
কেমনে মনের কথা কহিবে বিবরি;—
কঠিন বীরের হিয়া বুঝিবে কি হায়!
দুর্ব্বলা অবলা প্রাণে সহে যে যাতনা?
চাহি যদি কহিবারে মনের বেদন
ওষ্ঠ নাহি খোলে, যদি চাহি লিখিবারে
সরমেতে কর রাখে, লেখনী চাপিয়া;
তথাপি লিখিতে আজি করেছি প্রয়াস;
পর্ব্বত গুহায় নদী হইলে প্রবলা
থাকে কি কন্দরে কভু নিস্তব্ধ হইয়া;—

থাকে কি বালির বাঁধে খর স্রোতস্বতী ?
কহি শুন প্রাণনাথ ! চরণে তোমার
অবলার মনোভাব। দাদা বলদেব
চাহেন বরিতে মোরে রাজা দুর্য্যোধনে ;—
প্রিয়তম সখা তাঁর, স্মরিলে সে নাম
মরিহে আতঙ্কে আমি। ভাবিতে ভাবিতে
কতবার হারায়েছি চেতনা আমার ;
পিঞ্জর আবদ্ধ পাখী ব্যাধে স্মরি যথা !
তবে যে এখন প্রাণ রয়েছে এ দেহে,
শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে মাত্র ; তাঁর ইচ্ছা দিতে
অধিনীরে তাঁর করে, যাঁর দাসী আমি।
অন্তর্যামী নারায়ণ, নাহি অগোচর
কাহারও মনোভাব, জানি কৃষ্ণমন।
না জানি দাসীর এই পোড়া মনোভাব,
তমোগুণান্বিত, নাথ ! দাদা বলদেব
সগর্ব্বে বরিতে চা'ন পাষণ্ড কৌরবে।
শুনি বিভীষিকা লাগে মোরে, লঙ্কাপতি
দশানন নামে ভীতা যথা রামপ্রিয়া,
অথবা হরিণী যথা ব্যাধ রব শুনি।
কি করিতে কি যে করি নহে স্থিরামতি,
অস্থিরা চঞ্চলা সদা হায় রে যেমতি
কাননবাসিনী পাখী, পিঞ্জর মাঝারে।

আহারে বিহারে কিবা শয়নে নিদ্রায়
নাহি সুখ, দিবা রাতি হতাশ চিন্তায়।
মনে না থাকিলে সুখ রহে কি শরীর?—
সখীগণ ঠাট ছলে কত কথা বলে
জ্বলন্ত অনলে নাথ! আহুতি প্রদানি।
দুর্য্যোধন করে যদি কপালের দোষে
পড়ি নাথ! বাহিরাবে ধড়ফড়ি প্রাণ,
বিহগী যেমতি পড়ি' কিরাতের করে।
শুনিয়াছি সত্যভামা বধূর নিকটে,
'গোপনে দারুকে কৃষ্ণ প্রেরিবেন, আগে
আনিতে তোমায় নাথ! শুভক্ষণে দিলা
বিধি কৃষ্ণ হেন ভ্রাতা! জন্মে জন্মে পাই
যেন হেন ভাই! করে দাসী নিবেদন,
কৃপা বিতরণে আসি গোপনে হরিবে
মোরে, যবে যাইব হে হরিদ্রা মাখিয়া
স্নান হেতু সরোবরে সত্যভামা সহ।
দিবেন আপন রথ শ্রীকৃষ্ণ তোমায়,
হইব সারথি আমি। রথি শ্রেষ্ঠ বীর!
ধরিলে কার্ম্মুক তুমি কাঁপে ত্রিভুবন।
কৃষ্ণ সহোদরা আমি সারথি তোমার
বায়ু সহ অগ্নি সম বাড়িবে বিক্রম।
যদি না আইস তুমি, ত্যজিবে জীবন

দাসী সরোবর জলে তোমারে স্মরিয়া।
নারী হত্যা পাপে পাপী হইবে সুমতি!
কি আর লিখিবে দাসী প্রাণ তব হাতে।
চলিল লেখন লয়ে গোপনে ব্রাহ্মণ,
অভাগীর মনো দুঃখ নিবেদিতে পায়।
(ইতি সুভদ্রা পত্রিকা সমাপ্ত।)

(পঞ্চম পত্র।)

রাবণের প্রতি মন্দোদরী

হনূমান রাবণের মৃত্যুবাণ লইয়া প্রস্থান করিলে, রাণী মন্দোদর ভীতা হইয়া নিম্ন লিখিত পত্রিকা খানিরণস্থলে মহারাজ রাবণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

যা লিখেছে বিধি ভালে বুঝিনু এখন
লঙ্কানাথ! প্রপঞ্চ রূপেতে হনু হ'তে।
শুন নাথ! বিষম অশনি তুল্য বাণী;—
ঘর পোড়া দুষ্ট হনু, বিষম মায়াবী,
জিনিল রাক্ষসী মায়া! আজি নাথ! যবে
গেলে রাঘবের রণে সুসজ্জ হইয়া;
ক্ষণকাল অন্তে তব মঙ্গল কারণ
বসিনু মন্দিরে আমি পূজিতে মহেশে;
হেন কালে বৃদ্ধদ্বিজ—অস্থি চর্ম্ম সার,
"জয় রাবণের জয়" বলিয়া বদনে
অবরোধে পশি, মোরে ডাকিল, "কোথায়
রাণী মন্দোদরী।" হায়! দেখি দ্বিজবর
উঠিয়া সত্বরে আশু নমিনু তাঁহায়
পদ্ম ধূলি লয়ে। আশীসিয়া হস্ত তুলি

কহিলা ব্রাহ্মণ—"হায়! অদৃষ্ট লিখন,—
লঙ্কা অধিপতি আজি বিষম বিপদে
কৃতান্ত সদৃশ তাঁর রিপুর সমরে।
কাটিছে রাঘব তাঁর গলা মুহুর্মুহুঃ
স্কন্ধে পুনঃ মুণ্ড উঠি লাগিতেছে যোড়া,
কিন্তু কত ক্ষণ বাঁচে বিকারের রোগী;—
যবে রোধে কণ্ঠ তার ঘোর তর কফে?
'মা মা" ব'লে ডাকিছে কাতরে দশানন
চির উপাসিত শ্যামা, জগত জননী,
কিন্তু ভাগ্য দোষে হায়! তিনিও বিমুখ;
শ্রীরামের পক্ষে এবে ত্রিগুণ-ধারিণী।
আর রক্ষা নাহি দেখি কহিলা লঙ্কেশ
আমারে, 'হে দ্বিজ! জানি চির দিন তুমি
মম হিতকারী, সাধ এ বিপদ কালে
মম কার্য্য তুমি; দেখ মহৎ সতত
প্রাণ পণে পর কার্য্য সাধে এ জগতে।
বিপদে পড়িয়া দেখ মৈনাক পর্ব্বত
লইল শরণ গিয়া পারাবার স্থানে;
অর্পিল অভয় তারে পয়োরাশি পতি,
মহত্ত্ব গুণেতে, আহা! দেবেন্দ্রে না ডরি'।
—এতেক কহিয়া রাজা কহিল গোপনে
পূজিতে তাঁহার সেই মৃত্যু-ব্রহ্ম-বাণে,

দেহ তাহা মোরে আজ, পূজিব যতনে,
বিলম্ব না সহে"। হায়! কি কুক্ষণে নাথ
ভুলিয়া ছলনে তার, দিল অভাগিনী
দেখাইয়া মৃত্যু-বাণ স্ফটিকের স্তম্ভে;
পদাঘাতে ভাঙ্গি স্তম্ভ, লয়ে মৃত্যু-বাণ—
পরাণ-দোসর তব,—শত্রু মিত্র ভাবে,—
(হায় নাথ! কি করিনু আমি মন্দমতি)—
বহ্নি রূপি দুরন্ত মায়াবী হনু, ত্যজি মায়া
ধরিয়া আপন মূর্ত্তি, রুদ্র বীর রূপে
তীব্র বেগে করিল প্রস্থান যুদ্ধ স্থলে।
কদলী অমৃত ফল দেখাইনু তায়,
হায় নাথ! বেগুণে বিগুণ গুণ হল;
মরি লাজে—কপালের দোষে হনুমান
অগ্রাহিল সেই সবে, হ'ল না কপির
কদলী দেখিয়া লোভ, কি আশ্চর্য্য! যার
লাগি হনুমান্ ত্যজি গৃহ-বাসে রয়
সদা কদলীর বনে;—শুনিয়াছি আমি
আবার খাইল আম্র ফল—দিল যাহা
মৈথিলী রামের তরে, উপেক্ষি রাঘবে,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য আজ বিপরীত হ'ল।
তদবধি কত ভয় উঠিছে হৃদয়ে,
কদলীর পত্র সম কাঁপিছে শরীর।

কাজ নাই রণে, ভঙ্গ দিয়া এস নাথ,
সে কাল—সমরে, গেল বংশ, নাই লজ্জা
ইথে। যদি হাসেন হাসুঁন পুরন্দর,
লোকে কয় মহা বিষ্ণু রাঘব, তুমি হে
সামান্য রাক্ষস, তাঁর সনে নাহি সাজে
রণ; দিয়া সীতা পদ-তলে ভিক্ষা মাগ
প্রাণ। যদি অপমান ভাব নাথ! হায়,—
ত্রিলোকের রাজা হয়ে ধরিতে রামের
পদ; ধরিব হে আমি গিয়া তাঁর পায়,
লব ভিক্ষা মাগি সন্ধি, এস ক্ষমা দিয়া
রণে; নাহি কার্য্য আর একাল সমরে।
নিশ্চয় জেনেছি আমি ভেঙ্গেছে কপাল
বাসব-বিজয়ী পুত্র মেঘনাদ বীর
যে দিন লক্ষ্মণ হাতে হ'য়েছে নিধন।
এখন মানুষ রামে কহ কি প্রকারে
তুমি? দেখ ভেবে—যাঁর গুণে বন্দি হ'য়ে
বন-পশু, ভালুক, বানর করে সবে
মহারণ; পরিলেন আপনি বারিধি
বন্ধন রামের বাক্যে, অদ্ভুত ব্যাপার!
ছিলেন তোমার পক্ষে বিরুপাক্ষ, হায়!—
এখন রক্ষেন কোথা দেব শূলপাণি?
বিপদ দেখিয়া নাথ! বাম-দেব বাম।

দেখ সহোদর তব বিভীষণ, গেল
শত্রু পক্ষে বিভীষণ হইয়া তোমার ;—
ইন্দ্র, যম, বরুণ, পবন, সুধাকর
বুঝিয়া সময় সবে গোপনে রাঘবে
করিছে সাহায্য, তবে আর কার আশা
করিছ মানসে নাথ !—রক্ষ নিজ প্রাণ,
রক্ষ এ দাসীরে। অতি ত্রাস যুক্ত তনু,
সদা শুষ্ক কণ্ঠ, আর চলে না লেখনী ;
অচেতন কত শত বার হইতেছি
আতঙ্কে। গাইছে কত খানা মনে মোর
অমঙ্গল বার্ত্তা, হায় ! ক'ব তা কাহারে।
ব্যাধ হস্ত মুক্ত পক্ষী, শুনি ব্যাধরব
পুনঃ যথা, দাসীর সে দশা এবে শুন
প্রাণেশ্বর ! আসিতে বিলম্ব অন্তঃপুরে
হ'লে তব—পাও কি না পাও এ দাসীরে
জীবিতা দেখিতে। নাথ ! প্রতিজ্ঞা পালন,
স্বদেশ রক্ষণ, শত্রু নাশ, জানি আমি
এ সকল বীর ধর্ম্ম, কিন্তু দেখিতেছি
ভবিষ্যৎ চিত্র,—শত্রু সমরে বিজয়ী
হবে, তবে কেন বৃথা যুদ্ধে হয় বৃথা
সৈন্য অপচয়। তাই বলি এস ত্বরা
মেঘনাদ শোকে মোর প্রাণ জর্জ্জরিত,—

আইস ফিরিয়া—বসে কাঁদিব দু'জনে ;
ধরিয়া যোগীর বেশ পশিব কাননে।
কি কাজ রাজত্বে আর কি কাজ সমরে।
রহিলাম তব আশা-পথ আশা করে,
চাতকী যেমতি থাকে চাহি মেঘ পানে।

(ইতি মন্দোদরীর পত্রিকা সমাপ্ত।)

(ষষ্ঠ পত্র)

—:০:—

শিবের প্রতি সতী।

—:*:—

শিব আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া সতী দক্ষালয়ে গমন করতঃ অপমানিতা হইয়া প্রাণ ত্যাগ কালে নন্দী হস্তে এই পত্রিকা খানি কৈলাস নাথ সমীপে প্রেরণ করিয়ছিলেন।

ব'লেছিলে যাহা তুমি ওহে ত্রিলোচন,
ফলিল তা এবে কান্ত সতীর কপালে ;—
আমার কারণে নাথ! তব অপমান
হইল হে যজ্ঞস্থলে আজি সভামাঝে!
কেমনে কঠিন প্রাণে সহি এ যাতনা,
পারে কি সহিতে সতী পতি অপমান?
বাজে হে ত্রিশূল-ধারী শূল সম, তার
হৃদে পতি নিন্দা-বাদ। পতি আজ্ঞা হায়!
অবহেলে যেই জন, চির কাল হয়
তার শাস্তি হেন মতে। তবে যে কি লাগি,
উপেক্ষিয়া পতি আজ্ঞা আইনু হেথায়
কহিব কেমনে; কার সাধ্য খণ্ডে নাথ!
প্রাক্তনের লেখা। তা না হ'লে কেন আজ
ছায়া সম পতি সহ ভ্রমিত যে সতী

সে কভু একাকী হায়! আসিত হেথায়
অকলঙ্ক শশী ভালে কলঙ্ক অর্পিতে
চির দাসী হয়ে। নাহি নাথ! এ পাপের
প্রায়শ্চিত্ত; বিত্ত দিলে যদি হ'ত তাহা,
পারিতাম দিতে, রাজ-রাজেশ্বরী আমি।
কিন্তু তাহা হইবার নহে দেখিলাম
ভাবি, নাথ! এ পাপের আছে নাথ!
এক মাত্র প্রায়শ্চিত্ত প্রাণ বিসর্জ্জন;
তাই আজি করিব হে যজ্ঞ অগ্নি পাশে
নয়ন মুদিয়া বসি শ্বাস রুদ্ধ করি
তোমার শিক্ষিত যোগ বলে যোগী শ্রেষ্ঠ;
দেখি যদি সর্ব্ব-শুচি দেব বৈশ্বানর;
পারেন এ পাপ দেহ শুচি করিবারে।
হায়কান্ত! কেমনে কহিব তব পদে,
অপমান করিল জনক মম যত
সভা মাঝে; হায়! নাহি আসে মুখে মোর;
না কহিয়া মরি যদি এ সকল বাণী,
রহিবে হে খেদ তব মানসে দ্বিগুণ।
যথা যবে পতঙ্গম দীপ শিখা হেরে
ধায় তার প্রতি দিতে প্রাণ বিসর্জ্জন;
আইনু তেমতি আমি পিতার আলয়ে,
জীবন পতঙ্গে দিতে যজ্ঞ হোমানলে।

পদার্পিলু আসি যবে লয়ে নন্দী বৎসে
বিনা নিমন্ত্রণে, হায়! সে সময়ে প্রভো!
কত যে কি অপবাদ করিল তোমার
পিতা মম! কেমনে কহিব সে সকল
কথা আমি, পতি নিন্দা বাহিরায় কভু
কি সতীর মুখে? নারী হয়ে নারি মুখে
উচ্চারিতে সে ভারতী, পিতৃ ভয়ে নাহি
গোপন করিহে নাথ; মৃত্যু পথে পান্থ
যেই তার কারে ডর? এক মাত্র ধর্ম্ম
বিনা। নন্দী স্থানে শুন সব বিবরণ,
কহিতে সে সব কথা বিদরে হৃদয়,
পাপের সঞ্চার হয় মুখে উচ্চারিলে।
ক্ষমিও হে অপরাধ অবলা ভাবিয়া;—
শেষ ভিক্ষা এই মাত্র চায় অভাগিনী।
বিভু পদে যাচি, যদি নারী জন্ম হয়,
পশুপতি পতি মোর যেন হয় তবে।
এবার যেমন জ্বালা দিলাম তাঁহায়
প্রাণান্তে সে পথে আর না যাব কখন,
সে বার সেবার ভার কেবল আমার।

নয়নের জলে মাখি যজ্ঞের বিভূতি
পুষ্প-বৃন্তে বিল্ব-পত্রে লিখিয়া লেখন
দিলাম নন্দীর হাতে দিতে রাঙ্গা পায়।

কহিবে চরণে মন্দী বাচনিক যত
নারিনু লিখিতে, ফিরি নারিনু পড়িতে
কি লিখিল ক্ষিপ্ত মন তপ্তলজ্জা-রোষে ;
জনমের মত সতী হইল বিদায় ! !

(ইতি সতী পত্রিকা সমাপ্ত ।)

(সপ্তম পত্র।)

শ্রীচৈতন্য দেবের প্রতি শচী মাতা।

—:*:—

শ্রীচৈতন্য দেব সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া নীলাচলে অবস্থান কালে গৌড়ীয় ভক্ত বৃন্দ যৎকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, তৎসহ শচীমাতা নিম্ন লিখিত পত্রিকাখানি মহাপ্রভুর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

——:০:——

কি কব মনের দুঃখ বাছনী নিমাই!
কেমনে লিখিব আমি, তোমার বিরহে
যে রূপে কাটাই কাল দিবস রজনী,—
না পারি ভুলিতে—বাপ তব মুখ-শশী;—
তুমি বিনে অভাগীর আর কেবা আছে,
'মা' ব'লে—ডাকিতে বাপ বল দেখি শুনি?
হয়নি তনয় তব, জান না কেমন
অপত্যের স্নেহ হয় জনক জননী—
হৃদয়ে প্রবল। ধর্ম্ম পরায়ণ তুমি
জানে সর্ব্ব লোকে, কিন্তু, বল বাছাধন!
এ কেমন ধর্ম্ম তব, এক বার তরে
আর না দেখালে তব বদন সুধাংশু!—
এ বৃদ্ধ বয়সে মোর অন্ধকরে যষ্টি

যথা, কিম্বা মরুভূমে, পয়স্বিনী কূপ।
আর না ডাকিলে মোরে জননী বলিয়া;
স্মরি যবে এই সব—ফেটে যায় প্রাণ।
তব মুখ-শশী মোর মানস আকাশে
উদিত হইয়া সদা বিরহ আগুণে—
দ্বিগুণ করিয়া তুলে,—শুন বাছাধন!
চলিতে শকতি নাই, জীর্ণ তনু এবে,
নতুবা দেখিতে তোমা, যাইতাম আমি
গৌড়-ভক্ত-বৃন্দ সহ লীলা-চল-ধামে,
জগন্নাথ বিরাজেন যথা সিন্ধু তীরে।
তাই বাছা অনুরোধ করি বার বার,
জন্ম ভূমি দরশন করিবার তরে
নবদ্বীপ ধামে আসি' জুড়াও অন্তর;
দেখিয়া বদন তব ভুলি এই জ্বালা,—
দাবানল তুল্য যাহে দহে হিয়া মোর!
যদিও অবলা আমি, তথাপিও জানি
সর্ব্ব তীর্থ করি যোগী, যদি নাহি দেখে
মাতৃ ভূমি, সকল তীর্থের ফল যায়
রসাতলে। এ কথা নিমাই তব নাহি
অগোচার, বিচার করিয়া দেখ মনে।
নানা রূপ ব্যঞ্জনেতে ছিল তব স্পৃহা,
নিত্য নিত্য অন্ন পাক নানা উপচারে

করিয়া, পারশ করি কদলীর পাতে,
নিম্বতলে বসি বাপ নয়নের জলে,
তোমায় স্মরণ করি, ভাসি অবিরত।
তব শোকে কত দিন দেহে প্রাণ রবে
রে নিমাই! বুঝিতেছি মরণ নিকট,
হইতেছে দিন গত, যদি নাহি এস
তব সনে দেখা মোর হইবে না আর;
এ বড় আক্ষেপ শেল থাকিল আমার।
মরণ সময় যদি তব দেখা পাই
সুখেতে মরিতে তবে পারি বাছাধন!
যদিও মায়ায় তুমি দিয়ে জলাঞ্জলি
সন্ন্যাসী হয়েছ,—তবু দেখ দেখি ভাবি'
নারীর মরণ ধন্য স্বামী পুত্র কাছে।
নিত্যানন্দ স্থানে আমি করিনু শ্রবণ
গৌড়ে ধর্ম্ম প্রচারিতে প্রেরিয়াছ তাঁরে,
বৃন্দাবনে গেল রূপ, এই রূপ নানা
স্থানে গেল বহু ভক্ত ধর্ম্ম প্রচারিতে।
সমস্ত ভারতে বাছা গায় তব গীত
শুনিয়া আনন্দ হয় অন্তরে আমার।
সত্য বটে গৃহে যদি থাকিতে নিমাই
না আচরি যোগ ধর্ম্ম—তা হ'লে তোমার
হ'ত যে এ হেন যশ কে পারে বলিতে?

শুনি তব যশগান অহঙ্কার হয়
মানসে আমার, বাপ! তব মাতা বলে,
ধন্য হইয়াছি আমি উদরে ধরিয়া
তোমা ধনে, দরিদ্র রমণী হয়ে রাণী!
কিন্তু ভাগ্য দোষে হায়! চির ভাগ্যহীনা
আমি, পেয়ে রত্ন করে হারানু হেলায়
এ নহে সামান্য খেদ, হায় রে বিধাতা!!

শুনিয়াছি তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দাতা তব
কেশব ভারতী স্থানে, দীক্ষার সময়
মুড়ায়েছ ওরে বাছা চাঁচর চিকুর;—
করে ধরিয়াছ আর দণ্ড কমুণ্ডলু।
বিষম পাষাণ হৃদি কেশব ভারতী,
যে দিল করেতে তুলি দণ্ড কমুণ্ডলু.
বিষম পাষাণ যেই মুড়াল চিকুর।
ঢেকেছ সোণার মূর্ত্তি মৃত্তিকা মাখিয়া
তেজঃপুঞ্জ বৈশ্বানর ভস্মাবৃত যথা।
সত্য বটে একবার শান্তিপুর ধামে,
সন্ন্যাসের পর তোমা অদ্বৈত ভবনে
দেখিয়াছি; কিন্তু, তাহা হয় না স্মরণ,—
সবে মাত্র তব মুখ জাগিছে অন্তরে;
বার্দ্ধকে স্মৃতির হ্রাস মৃত্যুর লক্ষণ।
দেখিতে বাসনা তা'ই, সংসার বাসনা

ত্যজি, জপমালা করে, কেমন সেজেছে
সোণার সুগৌর তনু, মৃত্তিকা ভূষণে ;
কাঞ্চন অঙ্গেতে মাটী শুনে ফাটে প্রাণ ;—
হায় ! বিধি, অঙ্গার খনিতে হীরামণি,
সিন্ধু মধ্যে শুক্তি গর্ব্ভে মুক্তার নিবাস।

বলে বৈজ্ঞানিক কূটতর্কী নৈয়ায়িক,
দুই বিরোধিয় বস্তু না পারে থাকিতে
একধারে এক কালে, আমি কিন্তু হেরি
বিপরীত, দেখ বাপ, বিচার করিয়া,—
দুই বিরোধিয় বস্তু "সুখ, দুখ" এবে
বিরাজিছে একত্রে মিশিয়া মোর দেহে।
"দুখ" তব কাঞ্চন অঙ্গেতে মাটি মাখা,—
"সুখ," সে মাটিতে লেখা শ্রীহরির নাম।
সত্য বটে, অঙ্গে মাটি সংলগ্ন হইলে
যতনে সে মাটি লোক ফেলে ধৌত করি ;
কিন্তু, বাপ ! তব দেহে মাটি মাখা হেরে,
কার না বাসনা হয় অন্তরের মাঝে,
মৃত্তিকায় "হরিনাম" অঙ্গেতে লিখিতে।

হরিভক্ত হবে তুমি পূর্ব্ব হ'তে জানি,
রোদন করিলে তুমি,—সান্ত্বনার বাক্য
একমাত্র "হরিনাম" ছিল শিশু কালে।
অন্য মতে যতরূপ সান্ত্বনা বচন

কহিত পড়সীগণে, হইত বিফল ;
একমাত্র "হরিনামে" নিস্তব্ধ হইয়া,—
থাকিয়া অঙ্কেতে তুমি করিতে শ্রবণ,—
ডম্বুরে নিস্তব্ধ যথা শম্ভু অঙ্গে ফণি !
শৈশব সঞ্চিত বারি হৃদয় কন্দরে,
পরিণত এবে বাপ, ভীষণ সাগরে !—
ভাসিছে ভারত যার প্রেমের তরঙ্গে।
মথিয়া ভকতি সিন্ধু, "হরিনাম-সুধা"
তুলি' বিতরিছ বাপ ! যত ভব জনে।
সর্ব্বকায় মৃত্তিকায় লিখে হরিণাম,
ভক্তবৃন্দ সহ বাছা মধুর মৃদঙ্গ
করতাল সহযোগে বাদন করিয়া,—
প্রেমময় হরিণাম বদনে সদাই—
মানবের পরিণামে,—মুক্তির কারণ।
শিখাইতে ভক্তি যোগ দিবস যামিনী ;—
দুই হস্ত ঊর্দ্ধে তুলি' বিভোর হইয়া
প্রেমের আবেশে তুমি গাও অবিরত,—
মাতিল ভারত যা'তে—যবন অবধি,
দেখিতে শুনিতে, তা'ই চাই একবার ;
যাজন করহ ধর্ম্ম, নহি প্রতিবাদী।
বৃদ্ধকালে "হরিণাম"—মূল-মন্ত্র মোরে,
(এ দুরন্ত ভব-পথে পাথেয় সম্বল)
শুনায়ে পুত্রের কার্য্য করে যা নিমাই।

(ইতি শচী পত্রিকা সমাপ্ত।)

(অষ্টম পত্র ।)

বলীরাজার প্রতি বৃন্দাবলী

বামন দেব বলী রাজার নিকট ত্রিপদ ভূমি দান প্রার্থনা করিলে, বলী রাজা ভূমি গ্রহণ করিতে বলিবামাত্র বামন দেব দুই পাদ স্বর্গ মর্ত্ত আচ্ছাদিত করিয়া, অপর এক পদ ভূমি নির্দ্দেশ করিতে বলেন কিন্তু বলীরাজা আর ভূমি প্রদান করিতে পারিলেন না। বৃন্দাবলী অন্তঃপুরে দাসীর নিকট এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, রাজাকে নিম্ন লিখিত পত্রিকা খানি লিখিয়াছিলেন।

—:✽:—

একি সর্ব্বনাশ হ'ল ওহে নরমণি !!—
শুনিয়া পরাণ কাঁপে থর থর করি ;
কাঁপেন বসুধা যথা কলুষ পীড়নে
পীড়িত হইয়া মাথা নাড়েন বাসুকী
যবে ; কিম্বা ধরাধর আগ্নেয় উৎপাতে,—
অথবা পথিক যথা বজ্র নাদ শুনি।
হায় নাথ ! যে বিধাতা দিয়াছেন জ্ঞান
তব, বদান্যতা গুণ, সে ধাতা কি আজি
হরিলা সে জ্ঞান তব তা না হ'ল কেন
নারিবে চিনিতে তুমি জগত স্বামীরে,
সামান্য বামন জ্ঞানে মজাইলে সব।
শুনিনু দাসীর স্থানে, সামান্য বালক

বেঁশে আসি তব পাশে, যাচিয়া ত্রিপদ
ভূমি, চক্রকরি, হায়! বলিতে হৃদয়
কাঁপে, দুই পদে চক্রী ঢাকিয়া ব্রহ্মাণ্ড,
নাভি হতে অন্য পদ করিয়া বাহির!—
সেই এক পদ ভূমি চাহেন তোমারে;—
দানিতে সে পদ ভূমি অক্ষম হইয়া
অশ্রুনীরে অভিষিক্ত করিছ ধরারে—
অধোমুখে নরপতি অবাক হইয়া!
আবার শুনিনু নাথ! নিদারুণ বাণী;
এক পদ ভূমি জন্য করেতে তোমার
বেঁধেছেন চিন্তামণি, সুদৃঢ় বন্ধনে;
বন্ধন কারণ, কান্ত চিন্তা কি কারণ?—
নহে সে বন্ধন তব দণ্ডের কারণ।
স্থিরচিত্তে দেখ ভাবি, উপলব্ধি হবে,
ভবের বন্ধন তব শিথিল কারণ
বন্ধন উপরে ভব-বন্ধন-বারণ
করেছেন এ বন্ধন জেন সুনিশ্চয়।
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পেয়ে না পুরিল সাধ;
বক্রী এক পদ ভূমি চক্রীরে দানিতে
কি স্থির করেছ নাথ! কি হবে কাঁদিলে?
অঙ্গীকার করিয়াছ যে কোন প্রকারে
অবশ্য হইবে দিতে, দেখিনু ভাবিয়া;

কিন্তু নাথ! কোথা পাব দীন মোরা এবে;
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে কি আছে তা দিব;
এ ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া যদি অন্য কোন স্থানে
তিল পরিমাণ ভূমি থাকিত তা হ'লে
আনিতাম ভিক্ষা করি শুধিবারে ধার;
সে আশা নিরাশ কিন্তু হয়েছে এখন।
  অনেক চিন্তিয়া যুক্তি করিয়াছি স্থির
দেখ দেখি ভাল মত বিবেচনা করি
অবলার যুক্তি শক্তি ধরে কত দূর—
তোমার আমার দেহ মাটিতে গঠিত
দুই অর্দ্ধ দেহ নাথ একত্র করিয়া
পূর্ণ এক দেহ করি চল গিয়ে দিয়ে
দেখি বামনের পদে হয় কি না হয়
ইথে ঋণ পরিশোধ। নশ্বর জগতে
কিছার মিছার দেহ রাখিব যতনে
করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, আমি যে অবলা
অমার ঘৃণিত ইহা অধিক কি কব।
যার বস্তু তারে দিব কি খেদ তাহায়?—
রহিবে ঘোষণা ভবে চিরকাল তরে,
অক্ষয় অক্ষরে লেখা' "বলী দিল দান"!
উতলা হও না কান্ত যাইতেছে দাসী
পরিধানি পট্টাম্বর পবিত্র অন্তরে

এত দিনে পূর্ণ-কাম হইনু দু'জনে ;
উদ্ধারিতে পাপ দেহ বামন রূপেতে
এসেছেন চক্রপাণি ছলনা করিয়া।
তব সম ভাগ্যবান কেবা ভবধামে ?
শুভক্ষণে হয়েছিনু তোমার গৃহিনী,—
শুভক্ষণে দানে মতি হয়েছিল তব,
দ্বারেতে ভিক্ষুক তাই আজি ভগবান !!
হেন দিন আর নাহি হবে প্রাণেশ্বর।

(ইতি বৃন্দাবলী পত্রিকা সমাপ্ত)